সংবাদ

11 DEC 2005

ভেটেরিনারি কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ ৫ মাস

প্রতিনিধি, বরিশাল

৫ মাস ধরে বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ হাসপাতালের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ। চলতি বছরের ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে রাজস্ব খাতে নেয়ার ঘোষণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গড়িমসি চলছে। সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে সম্প্রতি শিক্ষক-কর্মচারীরা জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলা সদর খানপুরা নামক স্থানে ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩ একর জমির ওপর সরকারি ভেটেরিনারি কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজটি নির্মাণের পর ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানো হয়। পাঠদানের জন্য কলেজটিতে ২২ জন শিক্ষক, ২ জন কর্মকর্তা ও ৪৬ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়। প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদোত্তীর্ণের পর রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে বলে উল্লেখ ছিল। এরপর থেকে পশুসম্পদ অধিদপ্তরের

বরিশাল

রাজস্ব থেকে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করার ফলে কলেজ সূত্রে জানা গেছে, প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সম্ভাবনা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি অদ্যাবধি। উল্টো সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে রাজস্ব খাতে নেয়ার পরিবর্তে নতুন করে সৃষ্টির জন্য বলা হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দাবি অনুযায়ী নতুন পদ সৃষ্টির পরিবর্তে পদ স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৯২টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের কথা উল্লেখ করে ২৩ নভেম্বর জেলা প্রশাসক বরাবরে ভেটেরেনারি কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীরা স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে তারা রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তিসহ সব উন্নয়ন প্রকল্প খাত থেকে নির্দিষ্ট কোড অনুযায়ী বেতন-ভাতা দেয়ার জন্য সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানায়। তারা আরও জানায়, চট্টগ্রাম ও সিলেট ভেটেরিনারি কলেজ দুটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হলেও বরিশাল ও দিনাজপুরে স্থাপিত ভেটেরিনারি কলেজ দুটিকে সে থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এই বঞ্চনা ও বেতন-ভাতা নিয়ে টানাপড়েনের প্রভাব কলেজ বিদ্যার্থীদের ওপর পড়ছে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

৫ মাস ধরে বরিশাল সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ হাসপাতালের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বন্ধ। চলতি বছরের ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে রাজস্ব খাতে নেয়ার ঘোষণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গড়িমসি চলছে।